থম আলো

তারিখ ... 5 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪

শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শেখাতে চালু হচ্ছে একটেল-ডেইলি স্টারের কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শেখাতে দেশব্যাপী নতুন কার্যক্রম চালু হতে যাচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা সরবরাহের পাশাপাশি তা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এ ব্যাপারে মোবাইল ফোন কোম্পানি একটেল ও ইংরেজি দৈনিক *ডেইলি স্টার*-এর মধ্যে গতকাল বুধবার সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর হয়েছে। এতে সই করেন একটেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জেফরি আহমেদ তামবি এবং *ডেইলি স্টার*-এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম।

এ উপলক্ষে রাজধানীর গুলশানে স্পেকট্রা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জানানো হয়, 'ইংলিশ ইন স্কুলস' নামের এ কার্যক্রমে এক হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সপ্তাহে পাঁচ দিন তিনটি করে ডেইলি স্টার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমসাময়িক বিভিন্ন ধরনের সংবাদ পড়ার পাশাপাশি ইংরেজি চর্চায় উদ্বুদ্ধ হবে। বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন ইংরেজির শিক্ষককে এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে। প্রতি সপ্তাহে ডেইলি স্টারে এ বিষয়ে বিশেষ পাতা প্রকাশিত হবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, যারা ইংরেজি শেখার সুযোগ পায় না, তাদের জন্য এ কর্মসূচি সহায়ক হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে ইংরেজি ও গণিতের শিক্ষকের বড় অভাব। গণিতের জন্য অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতা চালু হয়েছে, এখন দরকার ইংরেজির জন্য এমন ব্যবস্থা। তিনি বলেন, ইংরেজি শিখতে হবে, কিন্তু বাংলা ভাষাকে অবহেলা করে নয়।

মাদ্রাসা, ইংরেজি ও মূল—এই তিন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি চালু আছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কুদরত-ই-খুদার শিক্ষানীতির আলোকে গত কয়েকবার অবাস্তবায়িত শিক্ষানীতির সমন্বয় করে দেশে শিগগির একটি শিক্ষানীতি তৈরি করা হবে। এটা আমাদের জাতির বিষয়, রাজনীতির নয়।'

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, ধনীদের ইংরেজি-শিক্ষার উপায় আছে, গরিবদের নেই। *ডেইলি স্টার* গরিবদের ইংরেজি শেখার উপায় করে দিয়ে ভালো করেছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকেও এমন একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মাহফুজ আনাম কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, বাংলা ভাষাকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। পাশাপাশি ইংরেজির প্রতি জোর দিতে হবে। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে ইংরেজির বিকল্প নেই। প্রতিটি জেলায় একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের বিদ্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়সহ মোট এক হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিকভাবে কার্যক্রম চালু করা হবে। বিভাগীয় স্তরে শিক্ষকদের প্রেরণা দিতে কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এ কার্যক্রম তিন বছর চলবে এবং প্রতি বছর মূল্যায়ন করা হবে। ফল ভালো হলে পরে সময় আরও বাড়ানো হবে।

একটেলের জেফরি আহমেদ তামবি বলেন, ব্যবসায়িক দুনিয়ায় ইংরেজি এখন প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই এই ভাষার শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরাই জাতির স্থপতি, আগামী দিনের নেতা। তিনি জানান, উন্নত বাংলাদেশের প্রতি তাঁর প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকার রয়েছে।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জানান একটেলের বিপণন বিভাগের প্রধান বিদ্যুৎ কুমার বসু।